সংবাদ

তারিখ ... 8 MAY 2017 ...
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ২ ...

শিক্ষকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার বিচারের দাবিতে

২৫ মে থেকে পাবলিক পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা বিসিএস শিক্ষা সমিতির

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সম্প্রতি সরকারি কলেজের কয়েকজন শিক্ষকের ওপর সন্ত্রাসী হামলার বিচার ও শিক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ চার দফা দাবি বাস্তবায়ন না হলে ২৫ মে থেকে সব পাবলিক পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'র নেতারা। এর আগে আগামী ১৬ মে দেশের সব সরকারি কলেজে শিক্ষা ক্যাডার সমিতির সদস্যরা প্রতীকী প্রতিবাদস্বরূপ কর্মবিরতি পালন করবেন। এছাড়াও প্রায় ১২ হাজার ক্যাডারের এই সমিতির নেতারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন শিক্ষা সমিতির নেতারা। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির মহাসচিব শাহেদুল খবির চৌধুরী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি প্রফেসর আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার। নকল প্রতিরোধ করতে গিয়েই শিক্ষকরা বারবার এমন হামলার শিকার হচ্ছেন বলে দাবি করেন শিক্ষা সমিতির নেতারা।

দেশে বর্তমানে ৩৩৩টি সরকারি কলেজ প্রায় ১৬ হাজার শিক্ষক আছেন। এর মধ্যে শিক্ষা সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১২ হাজার। সরকারি কলেজ শিক্ষকরা উচ্চ মাধ্যমিক, অনার্স ও স্নাতক পাস এবং মাস্টার্সের ক্লাস ও পরীক্ষা নেন। রুটিন অনুযায়ী আগামী ১৬ মে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়াধীন অনার্স তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা রয়েছে।

লিখিত বক্তব্যে বিভিন্ন সরকারি কলেজে সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের ওপর ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলার কথা তুলে ধরা হয়। গত ১০ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষায় দায়িত্ব পাবলিক : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৭

পাবলিক : পরীক্ষা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পালনকালে গফরগাঁও সরকারি কলেজের সহকারি অধ্যাপক কাজী জাকিয়া ফেরদৌসীর ওপর হামলা হয়। সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের প্রভাষক আহসান শহীদ আনসারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এছাড়াও জয়পুরহাট সরকারি কলেজের অধ্যক্ষসহ শিক্ষকগণও দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুর্বৃত্ত কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। নওগাঁর সাপাহার সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ফয়সাল আলম গত বৃহস্পতিবার একদল স্থানীয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক লাঞ্ছিত হন। প্রয় সব ক্ষেত্রেই আক্রমণকারীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পাবলিক পরীক্ষায় দায়িত্ব পালন ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ হামলার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন বিসিএস শিক্ষা সমিতির নেতারা।